সিলেট সিটি কর্পোরেশন বাজেট ২০১৪-২০১৫

জনাব আরিফুল হক চৌধুরী
মাননীয় মেয়র
সিলেট সিটি কর্পোরেশন
সিলেট।

আমন্ত্রিত সুধী, সম্মানিত সাংবাদিক বন্ধু, সহকর্মী কাউন্সিলরবৃন্ট এবং সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

আসসালামু আলাইকুম।

সিলেট সিটি কর্পোরেশনের বাজেট ঘোষনা উপলক্ষে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আপনারা জানেন ২০১৩ সালের ১৫ জুন অনুষ্ঠিত সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে নির্বাচিত হয়ে আমি একই বছরের ১৮ সেপ্টেম্বর দায়িত্ব গ্রহণ করি। নগরবাসী কর্তৃক সিটি কর্পোরেশনের মেয়র হিসাবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়ে আমি মহান আল্লাহ রাব্বুল আল আমীনের কাছে শুকরিয়া আদায় এবং নগরবাসীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি । মেয়র হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের পর এটিই আমাদের প্রথম বাজেট ঘোষনা অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে আমি আপনাদের আশ্বস্ত করতে চাই যে, যে বিপুল আস্থা নিয়ে আপনারা আমাকে মেয়র নির্বাচিত করেছেন, তার মর্যাদা রক্ষার্থে আমি আমার সকল শক্তি-সামর্থ্য সহযোগে সম্ভাব্য সবকিছু করব। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি নগরবাসীর দোয়া ও সহযোগিতা এবং সহকর্মী কাউন্সিলর ও সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহায়তা ও কর্মদক্ষতায় আমরা অদূর ভবিষ্যতে সিলেট নগরীকে একটি আদর্শ নগরীরূপে গড়ে তুলতে সক্ষম হব।

সুধীবৃন্দ,

বাজেট বিষয়ক আলোচনার পূর্বে আমি সিলেট বিভাগের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং সিলেট নগরীর উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী কৃতি মানুষদের স্মরণে কিছু কথা বলতে চাই। আমরা জানি সিলেট বিভাগ সুপ্রাচীন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। হযরত শাহজালাল (রঃ) ও হযরত শাহ পরাণ (রঃ) সহ ৩৬০ আউলিয়ার কর্মভূমি; হাসনরাজা, রাধারমণ, শাহ আব্দুল করিম সহ অগণিত মরমী ও শ্রীচৈতন্যের পিতৃভূমি এই সিলেট। রাজনীতি এবং মুক্তিযুদ্ধেও সিলেটের অবদান স্বীকৃত। প্রবাসীদের পাঠানো বৈদেশিক মুদ্রা এবং এখানকার গ্যাস, পাথরসহ নানা সম্পদ দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাই উন্নয়ন কর্মকান্ডে সিলেটের অগ্রাধিকার প্রত্যাশা একান্তই ন্যায়সঙ্গত। একইভাবে সিলেট বিভাগের কেন্দ্রবিন্দু সিলেট নগরীর সামগ্রিক উন্নয়ন নগরবাসীর স্বপ্ন, তাদের একান্ত প্রত্যাশা। নগরবাসীর লালিত এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে ১৮৭৮ সালে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টা হিসাবে সিলেট পৌরসভার যাত্রা শুরু হয়। দীর্ঘকাল পর বিগত ২০০২ সালে সিলেট পৌরসভা সিটি কর্পোরেশনে উন্নীত হয় এবং ২০০৩ সালে সিটি কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

এই দীর্ঘ পরিক্রমায় যেসব আলোকিত ব্যক্তিত্ব আমাদের কাছ থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন তাদেরকে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। সিলেট নগরী তথা সিলেট বিভাগের উন্নয়নের রূপকার সাবেক অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম. সাইফুর রহমান, সাবেক স্পিকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী, সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদ, সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া, খন্দকার আব্দুল মালিক, রিয়ার এডমিরাল এম এ খান, দেওয়ান ফরিদ গাজীসহ সকল নেতৃবৃন্দকে সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এবং একইসাথে নগরবাসী হিসাবে আমি আজ সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ ও তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তাদের কর্মময় জীবন আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস। ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমি সাবেক অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম. সাইফুর রহমানের নাম পুনরায় উচ্চারণ করতে চাই এজন্য যে আমার সিলেট নগরীর উন্নয়নে উদ্বুদ্ধ ও যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তিনিই প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন। আজ তিনি

নেই। কিন্তু সিলেট নগরীর সবখানে তার সুকৃতি ছড়িয়ে আছে। নগরীর উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে আমি আরেক প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিতের প্রতিও আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের পরপরই আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নগরীর সমস্যা ও আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করি। তিনি আন্তরিকভাবে আমার সাথে মতবিনিময় করেন ও সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। সে অনুযায়ী নগরীর উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মকান্ডে তিনি একদিকে যেমন মূল্যবান পরামর্শ ও উৎসাহ যুগিয়ে চলেছেন, তেমনি সহযোগিতার হাতও প্রসারিত করেছেন। এ ক্ষেত্রে আমি স্বাধীনতা পরবর্তী সিলেট পৌরসভার চেয়ারম্যান জনাব বাবরুল হোসেন বাবুল, সাবেক পৌর চেয়ারম্যান জনাব আ ফ ম কামাল, সাবেক মেয়র জনাব বদর উদ্দিন আহমদ কামরানসহ সিলেট পৌর সভা ও সিটি কর্পোরেশনের সাবেক সকল কাউন্সিলর ও জনপ্রতিনিধিদের প্রতিও আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। তাদের সবার প্রচেষ্টাতেই সিলেট নগরী আজকের পর্যায়ে পৌছাতে সক্ষম হয়েছে।

আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে চাই মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল এম এ জি ওসমানী, মুক্তিবাহিনীর সহ অধিনায়ক কর্ণেল এ আর চৌধুরী, মেজর জেনারেল মইনুল ইসলাম, মেজর জেনারেল আব্দুল আজিজ, মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ সোলেমান, কাজল পাল, শহীদ ডা: শামসুদ্দিনসহ সকল মুক্তিযোদ্ধা ব্যক্তিত্বকে। যেসব খেতাবধারী বীর সেনানী বর্তমানে জীবিত আছেন সেইসব নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিত্ব বীর মুক্তিযোদ্ধা শমসের মুবিন চৌধুরী বীর বিক্রম, সিরাজ উদ্দিন আহমদ বীর প্রতীকসহ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহনকারী সিলেটের সকল মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানও আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

আজকের এই শুভক্ষনে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে চাই, যারা ইসলাম ধর্মের সুমহান শান্তির বাণী প্রচার করে মানুষের মধ্যে চিরজাগরুক হয়ে আছেন সেইসব আলেম ওলামাদের যথাক্রমে হযরত শাহজালাল নুরশাহ রুনাজিদের ইমাম মাওলানা আকবর আলী, মাওলানা নুর উদ্দিন গহরপুরী, মাওলানা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী, মাওলানা শেখ এ কাতিয়া, মাওলানা আবদুল্লাহ হরিপুরী, মাওলানা রায়পুরী, মাওলানা হরমুজ উল্লাহসহ আরও অসংখ্য ওলামায়ে কেরাম।

ষাট ও সত্তর দশকে ছাত্র যুব সমাজ তথা জনগনকে সংগঠিত করে নেতৃত্ব দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করেছেন এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সিলেট নগরবাসীর জন্য নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন সেই ব্যক্তিত্ব যথাক্রমে ডা: দেওয়ান নুরুল হোসেন চঞ্চল, আখতার আহমদ, সাইফুর রাজ্জাক কিমু, ইয়ামিন চৌধুরী বীর বিক্রম, এনামুল হক, ইনামুল হক চৌধুরী বীর প্রতীক, ম আ মুকতাদির, ইফতেখার হোসেন শামীম, সেলিম আহমদ প্রমুখদেরও আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

আমি আমাদের সাংবাদিক বন্ধুগণের উল্লেখও এখানে করতে চাই, যারা তাদের লেখনীর মাধ্যমে নগরবাসীকে নাগরিক চেতনায় উদ্দীপ্ত করেন; একই সাথে নগরীর উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ গণমাধ্যমে তুলে ধরে আমাদেরকে উৎসাহ দেন। আমি আমাদের চলার পথে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবার জন্য সিলেটে কর্মরত সাংবাদিক বন্ধুদের অকুন্ঠ ধন্যবাদ জানাই। যেসব সাংবাদিক আমাদের মাঝ থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন সেইসব সম্মানিত সাংবাদিক আমিনুর রশীদ চৌধুরী, মুহম্মদ নুরুল হক, নিকুঞ্জ কুমার বিহারী গোস্বামী, মকবুল হোসেন চৌধুরী, বোরহান উদ্দীন খান, মহিউদ্দিন শীরু, জিতেন সেন, খায়রুল আমিন মঞ্জু, হারিস মোহাম্মদ, ফতেহ

ওসমানী, রশিদ হেলালী, নজরুল ইসলাম, টিপু মজুমদার, সাইফুল ইসলাম, সি এম মারুফ, এমরান আহমদ, নাজমুল ইসলামসহ সকল প্রয়াত সাংবাদিকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

আমি আমাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গী যেসব নাগরিকবৃন্দকে সাম্প্রতিককালে হারিয়েছি তাদের কথাও স্মরণ করতে চাই। সাহিত্যাঙ্গনে একুশে পদকপ্রাপ্ত কবি দিলওয়ার; ভাষা সৈনিক ও শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ আবুল বাশার এবং বিচারাঙ্গনে বিচারপতি বি কে দাস, সাবেক আইন সচিব ও ল কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি মোঃ সিরাজুল ইসলাম ও বিচারপতি এ টি এম মাসউদ এর মৃত্যুতে অপূরণীয় এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক মরণোত্তর স্বাধীনতা পদকে ভূষিত ডাঃ হারিছ আলী, সিলেটের রাজনৈতিক অঙ্গনে সুপরিচিত সিলেট জেলা বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এডভোকেট শহীদ আলী, বেগম ফাতেমা চৌধুরী, ফতেহ ইউনুস খান, জনাব অহিদুল ইসলাম তোফা, সিলেট জেলা জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আব্দুল মতিন চৌধুরীর মৃত্যু রাজনৈতিক অঙ্গনে এক অপূরণীয় ক্ষতি। শাহজালাল (রঃ) এর দরগা শরীফের মুতাওয়াল্লী সরেকওম ইউসুফ আমানুল্লাহ, খাদিম সরেকওম ইউনুস আয়াতুল্লাহ ও মুফতি জালালউদ্দিন বিগত বছরে ইন্তেকাল করেছেন। আইনজীবিদের মধ্যে শামসুল হোসাইন কামাল, আব্দুল হামিদ, বিপ্লব কুমার রায়, আব্দুল করিম চৌধুরী, মিসবাহ উদ্দিন আহমদ, ফজলুল হক সবুজ, রেজাউল করিম হুমায়ুন ও তাপস কান্তি দত্ত আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। এ ছাড়া বীর মুক্তিযোদ্ধা সেলিম আহমদ, ক্রীড়া সংগঠক সাকিব কোরেশী, ক্রীড়া সংগঠক ওয়ালি আহমদ চৌধুরী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মানস কুমার দাস, সমাজসেবী সউদ খান, প্রবীণ সাংবাদিক বিজয় কুমার দত্ত ও এস ডি রায় বাবুল, ভার্থখলার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও আওয়ামী লীগ নেতা মহিবুর রহমান ও মওলানা হারুনুর রশীদ, শিক্ষাবিদ আব্দুল হান্নান কোরেশী, শিক্ষক ও সমাজসেবী সুকান্ত চৌধুরী, কাউন্সিলর সৈয়দ মিসবাহ উদ্দিনের মাতা সৈয়দা সালেহা খাতুন, সিটি কর্পোরেশনের চীফ কনজারভেন্সী অফিসার মো: হানিফুর রহমানের মাতা মরিয়ম বেগম, শেখঘাটের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মাহমুদ হোসেন, মুক্তিযোদ্ধা ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব নিজামউদ্দিন লস্কর এর মাতা শাহার বানু, নারী উদ্যোক্তা রোকেয়া সুলতানা, ডাঃ আব্দুস শহীদ চৌধুরী, জামিয়া ইসলামিয়া বরায়া শ্রীরামপুর মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম বিশিষ্ট আলেম মওলানা শায়খ লোকমান আলী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুল হামিদ ফক্কু মিয়া প্রমুখ মৃত্যুবরণ করেছেন। আমরা তাদের সবার রুহের মাগফিরাত কামনা করছি। তাদের এ মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু, তাই কষ্ট হলেও তা আমাদের মেনে নিতে হয়েছে।

কিন্তু নগরীতে ঘটে যাওয়া সিটি কর্পোরেশনের সংরক্ষিত আসনের সাবেক কাউন্সিলর শাহানা বেগম সানুর ছেলে সোহান ইসলাম এবং ছাত্রনেতা জগত জ্যোতি, মেডিকেল এর শিক্ষার্থী তাওহিদুল এবং ছাত্রনেতা জিলু হত্যাকান্ড আমাদেরকে মর্মাহত, ক্ষুব্ধ ও আতংকিত করেছে।

এখনও বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য এম ইলিয়াস আলী ও ইফতেখার দিনারসহ যারা গুম হয়েছেন তাদের সন্ধান না পাওয়ায় আমরা উদ্বিগ্ন। তারা আমাদের মাঝে আবার ফিরে আসবেন-আমরা সেই বিশ্বাসটুকু এখনও ধারন করে আছি। আমরা সকল গুম-খুন ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের তীব্র নিন্দা এবং দোষী ব্যক্তিদের আইনানুগ বিচার ও শাস্তি কামনা করছি। শান্তির নগরী হিসাবে অভিহিত পূণ্যভূমি সিলেটের ঐতিহ্য কিছু সংখ্যক সন্ত্রাসীর অপকর্মে ম্লান হতে বসেছে। এ বিষয়ে আমরা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কঠোর পদক্ষেপ দাবি

করি এবং সকল সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ নাগরিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহবান জানাই। একই সঙ্গে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে আমরা সকলের সহযোগিতা চাই।

সুপ্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

আপনারা জানেন 'পরিবর্তন ও উন্নয়ন' শ্লোগান নিয়ে আমি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে সম্মানিত নগরবাসীর সমর্থন চেয়েছিলাম। তাদের সমর্থনে অভিসিক্ত হয়ে মেয়র হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের পর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষায় আমি প্রথমেই সিলেট নগরীর উন্নয়নে তিন ভাগে বিন্যাসিত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নীতি নির্ধারণ করেছি। নাগরিক প্রত্যাশা অনুযায়ী সিলেটকে আধুনিক নগরী হিসাবে গড়ে তুলতে নগরবিদ, স্থপতি, প্রকৌশলী ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে। আমার অনুরোধে সিলেটের সুযোগ্য সন্তান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা খ্যাতিমান প্রকৌশলী প্রফেসর ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী এই কমিটির প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণে সম্মতি দেয়ায় নগরবাসীর পক্ষ থেকে তাকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই।

চলতি বছরের ১৬ আগস্ট প্রফেসর ড. জামিলুর রেজা চৌধুরীর উপস্থিতিতে সিলেটের বিভিন্ন বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং সুধীজনদের নিয়ে আমরা 'সিলেট সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন কর্মকান্ড ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা' বিষয়ে সেমিনার করেছি। সেমিনারে উপস্থাপিত দেশ বরেণ্য প্রকৌশলীদের দিকনিদের্শনা এবং সুধীজনদের মূল্যবান পরামর্শ সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ভবিষ্যত উন্নয়ন কর্মকান্ডে অনন্য সাধারণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি দৃঢ় আশাবাদী।

প্রিয় সুধী,

সুস্থ্য, সুন্দর নাগরিক জীবন আমাদের প্রত্যেকেরই একান্ত কাম্য। কিন্তু নগরীর জনসংখ্যা ও নাগরিক চাহিদা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে সমস্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে সব সমস্যা সম্পর্কে আপনারা সবাই অবগত আছেন। মেয়র হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের পর আমি সহকর্মী কাউন্সিলরদেরকে সাথে নিয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কয়েকটি সমস্যা নিরসনে কিছু সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি, যা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। আপনারা জানেন সিলেট নগরীতে জলাবদ্ধতা প্রতি বছর নাগরিক জীবনে মারাত্মক দূর্ভোগ সৃষ্টি করে। এ সমস্যা একদিনে সৃষ্টি হয়নি। দিনে দিনে স্থানে স্থানে অবৈধ স্থাপনা ও জবরদখলের ফলে নগরীর খাল-নালা ভরাট হয়ে যাওয়ায় বৃষ্টির পানি ছড়া ও নালা দিয়ে নেমে যেতে পারে না। এই পরিস্থিতিতে আমরা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ ও খাল-নালা খননে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। প্রায় ৫ কিলোমিটার দীর্ঘ বিলুপ্তপ্রায় গাভিয়ার খাল উদ্ধার ও খনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বিশাল এ কাজটি জনাব মিজান আজিজ চৌধুরী সুইট স্বেচ্ছায় নিজ ব্যয়ে করে দিয়েছেন। আমি তাঁকে সিটি কর্পোরেশন ও নগরবাসীর পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এছাড়া ধোপাছড়া, কালিবাড়ি ছড়া, মালনীছড়া, গোয়ালীছড়া, ভূবি ছড়া, মোগলীছড়া, হলদিছড়া এক্সকেভেটর দিয়ে খনন করা হয়েছে। হলদিছড়াকে নদী পর্যন্ত বিস্তৃত করার জন্য অধিগ্রহণকৃত প্রায় ২ কিলোমিটার জায়গা খনন করে ইতোমধ্যে ইউ-টাইপ ও সিসি ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে। স্বল্প সময়ে খাল-নালা-ছড়া খনন ও সংস্কারের কাজে সহকর্মী কাউন্সিলর এবং বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ উদার ও স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্য করেছেন। এ সময় প্রায় ১৫৪ টি অবৈধ স্থাপনা অপসারণ করা হয়েছে কিন্তু কোথাও আইনি শক্তি প্রয়োগ করতে হয়নি। জমি ও খাল নিয়ে যেসব মামলা ছিল, নগরবাসী তাও প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। এমনকি কেউ

কেউ ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছেন। এজন্য কোটি টাকা মূল্যের জমি প্রদানকারী লালাদিঘীর পাড়ের সম্মানিত নাগরিক আকবুল হোসেন ও আবুল হোসেনকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। প্রিয় নগরবাসীর এই সহযোগিতায় আমি অভিভূত হয়েছি, তাদের ইতিবাচক ও প্রশংসনীয় ভূমিকা আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে । নগরবাসীর এই সদিচ্ছা ও নাগরিক চেতনা অব্যাহত থাকলে সিলেট নগরীকে অবশ্যই একটি আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন নগরী রূপে গড়ে তোলা সম্ভব হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। নগরীর জলাবদ্ধতা দূরীকরণে আমাদের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। এ লক্ষ্যে আমরা এক্সকেভেটর ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করছি। তবে আমাদের সদিচ্ছা ও উদ্যোগ সত্ত্বেও নগরীর পানি নালা ও ছড়া দিয়ে নদীতে নেমে যাবার পথে এখনও বাধা বর্তমান। নদীর গভীরতা কমে যাওয়ায় নগরীর নিম্নাঞ্চলে পানি জমে থাকে। এজন্য নদী ড্রেজিং প্রয়োজন, যা সিটি কর্পোরেশনের একার পক্ষে করা সম্ভব নয়। সরকারি উদ্যোগ এ ক্ষেত্রে আবশ্যক। এ বিষয়ে আমরা আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব।

মাননীয় সুধী ও সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আপনারা জানেন সিলেট নগরীতে পানি সরবরাহে ঘাটতির বিষয়টি বহুল আলোচিত। চাহিদার তুলনায় পানি সরবরাহ এখানে নিতান্তই অপ্রতুল। নগরীতে দৈনিক পানির চাহিদার পরিমাণ প্রায় ৮ কোটি লিটার। অথচ ৩০ টি উৎপাদক নলকূপের মাধ্যমে আমরা দৈনিক মাত্র ২ কোটি ৫০ লাখ লিটার পানি অর্থাৎ চাহিদার মাত্র শতকরা ৩০ ভাগ সরবরাহ করতে পারছি, যা কোনমতেই সহনীয় নয়। সে অনুযায়ী যথাশীঘ্র সমস্যাটি লাঘবের লক্ষ্যে নগরীতে ১০ টি উৎপাদক নলকূপ স্থাপনের জন্য দরপত্র আহবান করে যথারীতি কাজ শুরু করা হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই এ কাজ সম্পন্ন হবে ইনশাআল্লাহ। পাশাপাশি সিলেট-বরিশাল প্রকল্পের আওতায় পানি শোধনাগার প্রকল্পের কাজ অত্যন্ত ধীর গতিতে চলছিল। এ ক্ষেত্রেও মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সহায়তায় এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সহকর্মী কাউন্সিলরদের নিয়ে কাজটি তরান্বিত করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হলে দৈনিক পানি সরবরাহ ২ কোটি ৮০ লক্ষ লিটার বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে সুরমা নদীর পানি শোধন করে সরবরাহ করা হয়। আমরা সারি নদীকে উৎস ধরে দৈনিক ৫ কোটি লিটার পানি সরবরাহের লক্ষ্যে ৩২১ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষ একটি নতুন প্রকল্প প্রণয়ন করেছি। প্রকল্পটি স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর পর গত ২ জুলাই মন্ত্রণালয়ে এ সংক্রান্ত এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আশা করছি প্রক্রিয়াধীন এ প্রকল্পের কাজও আমরা এ বছর শুরু করতে পারব। চলমান এ সব প্রকল্পের পাশাপাশি জরুরী ভিত্তিতে ৪০০০ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন দু'টি পানিবাহী গাড়ী ক্রয় করা হয়েছে। নগরবাসীর মত আমরাও চাই যত শীঘ্র সম্ভব পানি সমস্যার সমাধান হোক। আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে সকলের সহযোগিতায় আল্লাহ্‌র রহমতে পানি সংকট দূরীকরণে এ বছরই উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে পারবো বলে আমরা বিশ্বাস করি।

সুধীবৃন্দ,

বৃহত্তর সিলেট, বিশেষ করে সিলেট নগরীতে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রত্যাশা এবং নাগরিক দাবি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত বলেই আমরা মনে করি। আপনারা জানেন সিলেটে উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় চাহিদার বড় একটি অংশ পূরণ করে। অথচ সেই সিলেটেই ঘনঘন লোডশেডিং চলে, যা নিয়ে জনমনে ব্যাপক ক্ষোভ রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে নগরীর বিদ্যুৎ ঘাটতি পূরণের জন্য সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে সিলেটে ৫০ থেকে ১০০ মেগাওয়াট

বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে জমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ও কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি স্থাপন করতে পারলে নগরীর বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বাড়তি উৎপাদন জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা সম্ভব হবে। তবে এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আমাদেরকে জাতীয় পর্যায়ে প্রচলিত নীতি অনুযায়ী অগ্রসর হতে হবে। আশা করি এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সমর্থন ও সহযোগিতা আমরা পাব।

বন্ধুগণ,

আপনারা জানেন নগরবাসীর প্রাত্যহিক জীবনে যানজট একটি বিরক্তিকর সমস্যা। কিন্তু খুব সহজে এ সমস্যা পুরোপুরি দূর করা সম্ভব নয়। যানবাহন ছাড়া নাগরিক জীবন যেমন স্থবির হয়ে পড়ে, তেমনি নানা গতির যানবাহন অনিয়ন্ত্রিত হলে যানজটের সৃষ্টি হয়। ইচ্ছা করলেই সবখানে রাস্তা সম্প্রসারণ করাও সম্ভব নয়। তবু আমরা এ বিষয়ে পরীক্ষামূলক কিছু কাজ করেছি। সুরমা পয়েন্ট থেকে কোর্ট পয়েন্ট পর্যন্ত রিকশা লেন করা হয়েছে। ফুটপাত থেকে হকারদের সরিয়ে তাদের পুনর্বাসনের চিন্তা-ভাবনাও আমাদের রয়েছে। হকারমুক্ত ফুটপাত নিশ্চিত করতে ইতোমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এর সুফল পাওয়া গেলেও সেটি স্থায়ী রূপ পায়নি। ফুটপাত দিয়ে সাধারণ মানুষ যাতে চলাচল করতে পারেন সে বিষয়ে প্রচেষ্টা চলছে। আশা করি শীঘ্রই এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে।

আপনারা জানেন দক্ষিণ সুরমায় ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ কাজটি দীর্ঘদিন যাবৎ ঝুলে ছিল। নগরীর স্থানে স্থানে ট্রাকের অবাধ অবস্থান ও বিচরণও নগরীতে যানজটের অন্যতম কারণ। ট্রাক টার্মিনালের জন্য অধিগ্রহণকৃত ৮ একর ৪৪ শতক জমিতে আমরা ৬ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষ মাটি ভরাটের কাজ শুরু করেছি এবং ইতোমধ্যে প্রায় ৭০ ভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মাটি ভরাটের পর ট্রাক টার্মিনালকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়ার জন্য ২৩ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হয়েছে। ট্রাক টার্মিনালের পাশে ফিলিং স্টেশন স্থাপনের জন্য ২০ একর জমি অধিগ্রহণেরও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

নগরীকে যানজটমুক্ত করতে আমরা গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি উদ্যোগ নিয়েছি। নগরীর বিদ্যুতের লাইন আন্ডারগ্রাউন্ড হলে রাস্তা কিছুটা হলেও প্রশস্ত হবে। সে লক্ষ্যে চৌহাট্টা থেকে বন্দর পর্যন্ত প্রাথমিকভাবে বিদ্যুতের লাইন আন্ডারগ্রাউন্ড করার কিছু কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া বিদ্যুতের খুঁটিতে তারজট ঝুঁকিপূর্ণ এবং নগরীর সৌন্দর্যেরও পরিপন্থী। এ থেকে মুক্তি পেতে সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগ এ বছর আরো সম্প্রসারিত হবে। এ থেকে একদিকে যেমন বিদ্যুৎ বিঘ্নতা দূর হবে, তেমনি যান চলাচলেও সুবিধা হবে। এ কাজ বাস্তবায়নে এগিয়ে আসার জন্য আমি পিডিবি'র চেয়ারম্যান ও সেন্ট্রাল জোন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয়ে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। নগরীতে যানবাহন পার্কিং এর সুব্যবস্থা নেই। অনেক মার্কেট এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব পার্কিং গ্রাউন্ড না থাকায় যানজট সৃষ্টি হয়। আমরা আশা করব সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গ এ বিষয়ে কার্যকর চিন্তাভাবনা করবেন। সমস্যাটি সিটি কর্পোরেশনেরও বিবেচনায় রয়েছে। সমস্যা সমাধানে আমরাও আগামীতে উদ্যোগী হব।

প্রিয় সুধী ও সাংবাদিক বন্ধুগণ,

স্বাস্থ্যসম্মত নাগরিক জীবনের জন্য সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরী। বাসাবাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ক্লিনিক ও হাসপাতাল থেকে প্রতিদিন বর্জ্য সৃষ্টি হয়। কর্পোরেশনের নির্দিষ্ট ডাস্টবিনে আবর্জনা ফেলার নিয়ম থাকলেও নাগরিক সচেতনতার অভাবে অনেকেই তা না করে যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেলে রাখেন। এ বিষয়ে সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে কিছু কঠোরতা অবলম্বন করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রশংসনীয় নাগরিক উদ্যোগে অনেক সামাজিক সংগঠন বিভিন্ন পাড়া-মহল্লায় নিজেদের দায়িত্বে বাসাবাড়ির প্রাত্যহিক বর্জ্য সংগ্রহ করে কর্পোরেশনের ডাস্টবিনে জমা করেন এবং সিটি কর্পোরেশন নিজ ব্যবস্থাপনায় তা অপসারণ করে। নগরীর বর্জ্য পরিবহন কাজে সহায়তার জন্য সিটি কর্পোরেশন থেকে এবার ৫টি হাইড্রোলিক ট্রাক ক্রয় করা হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে বর্জ্য থেকে সার উৎপাদনের জন্যও আমরা উদ্যোগ নিচ্ছি। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সহায়তায় এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে ইনশাআল্লাহ। বর্জ্য পরিবহন সম্পর্কে আরেকটি বিষয়ে আপনাদের অবহিত করতে চাই। এ যাবৎকাল সিটি কর্পোরেশন নিজ ব্যয়ে নগরীর বর্জ্য অপসারণ কাজটি করে আসছে। এবার নগরীর বিভিন্ন ক্লিনিক ও বেসরকারী হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ক্লিনিকগুলো ক্লিনিক্যাল বর্জ্য অপসারণের পরিবহন ব্যয় বাবদ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করায় সিটি কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতোমধ্যে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের স্বার্থে সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের গামবুট, গ্লাভস, রেইনকোট, মাস্ক, হেলমেট ও ইউনিফর্ম সরবরাহ করা হয়েছে। এর সুফলও নগরবাসী পাচ্ছেন। পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা আনন্দের সাথে রাতভর কাজ করছেন এবং ভোরে নগরবাসী পরিচ্ছন্ন পরিবেশে দিন শুরু করতে পারছেন।

সুধীমন্ডলী,

আপনারা জানেন ১৮৯৭ এর প্রলয়ংকরী ভূমিকম্পের পর সিলেট নগরীর অধিকাংশ বাড়িঘর বাংলো প্যাটার্নে তৈরী হতো বিধায় একে একসময় টিনশেডের নগরী হিসাবে চিহ্নিত করা হতো। সময়ের পরিক্রমায় গৃহনির্মাণ রীতি বদ্‌লে বহুতল বিশিষ্ট আধুনিক ভবন, মার্কেট ও স্থাপনা গড়ে উঠলেও আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে সিলেট ডাউকি ফল্টের নিকটস্থ নগরী হিসাবে ভূমিকম্প জোনের অন্তর্ভূক্ত। এ বিষয়ে সচেতন থেকে সতর্কতামূলক সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আপনারা জেনে খুশী হবেন যে বিশ্বব্যাংক ভূমিকম্পের ঝুকি হ্রাসকরণে ঢাকা ভিত্তিক একহাজার কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষ যে প্রকল্পটি হাতে নিয়েছে তার প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী আমার অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তবতার আলোকে সিলেট নগরীকে এই বিশাল প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত করে নিয়েছেন। এ জন্য আমি তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিনিধি দল ইতোমধ্যে সিলেট পরিদর্শনও করে গেছেন। এ প্রসঙ্গে আমি আপনাদেরকে আরেকটি সুসংবাদ দিতে চাই। চীনের গোয়াংজু সিটিতে সম্প্রতি এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ১৫৩ টি নগরীর প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে প্রতিনিধিরা ভূমিকম্পের ঝুঁকি হ্রাসকরণে গৃহীত নিজ নিজ কার্যক্রম উপস্থাপন করেন। এ সম্মেলনে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের পরিকল্পনা ও কার্যক্রম শীর্ষ ১৫ টি নগরীর মধ্যে স্থান পেয়েছে। ভূমিকম্পপ্রবণ সিলেট নগরবাসীর জন্য এটি সুসংবাদ বলেই মনে করি। এ বিষয়ে আমরা মহান সৃষ্টিকর্তার রহমত ও সাহায্য প্রার্থনা করি। সিলেট নগরীতে অপরিকল্পিত অনেক স্থাপনা গড়ে উঠেছে। তিক্ত

এ বাস্তবতা মেনে নিয়েই আমাদের এগিয়ে যেতে হচ্ছে। লালদীঘির হকার মার্কেট, হাসান মার্কেটসহ অন্যান্য মার্কেট ও স্থাপনা সংস্কারের বিশেষ পরিকল্পনাও আমাদের রয়েছে। এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আমরা সবার সহযোগিতা কামনা করছি।

উপস্থিত সুধীবৃন্দ,

সিলেট সিটি কর্পোরেশন নাগরিক জীবনের সকল অঙ্গনে কল্যাণমুখী কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানে অঙ্গীকারবদ্ধ। তবে মনে রাখতে হবে আমাদেরও আর্থিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। শুধুমাত্র কর্পোরেশনের আয় দিয়ে ক্রমাগত চাহিদা বৃদ্ধির সমান্তরাল পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভব নয়। এরই মধ্যে নিয়মিত দান অনুদান গত বছর যথারীতি অব্যাহত ছিল। মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, শিক্ষা ও সামাজিক সংগঠনকে সাহায্য সহযোগিতা করা হয়েছে। বিদায়ী বছরে নগরীর কাষ্টঘর, রায়নগর, শেখঘাট ও লালদীঘির পাড় এলাকায় সংঘটিত অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থদের গৃহ পুনঃনির্মাণের জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে। জাতির গৌরব বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী বৃদ্ধি করে দুই হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। নগরীর চৌধুরীটিলা গোরস্থান, চালিবন্দর শ্মশানঘাট, বৌদ্ধবিহার এবং খ্রীষ্টান মিশনারী গ্রেভইয়ার্ড সংস্কার ও উন্নয়নে এ বছরও কাজ করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য সেবা খাতেও আমাদের নিয়মিত কার্যক্রম অব্যাহত আছে। নগরীর ২৭ টি ওয়ার্ডে ২২ টি স্থায়ী ও ৯০ টি অস্থায়ী টিকাদান কেন্দ্রে মা ও শিশুদের ৯ টি রোগের প্রতিষেধক টিকা দেয়া হয়। অনলাইনে জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন চালু রয়েছে। বিনোদিনী নগর মাতৃসদনসহ পাঁচটি সেবা প্রদানকারী কেন্দ্র যথারীতি কাজ করছে।এসব কেন্দ্র থেকে প্রজনন ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ প্রদান করা হয়। স্বাস্থ্য সেবা খাতে চারটি সেকেন্ডারী ট্রান্সফার স্টেশন নির্মাণ এবং লালমাটিয়া ডাম্পিং গ্রাউন্ডে একটি স্যানিটারী কন্ট্রোল ল্যান্ড ফিল্ড নির্মাণের পরিকল্পনা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। নাগরিক অনুরূপ সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও তরান্বিত করার উদ্যোগও আমরা এ বছর গ্রহণ করবো। কর্পোরেশনের অধীনে পরিচালিত নির্মাণ কাজের গুণগত মান বজায় রাখার লক্ষ্যে আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাবরেটরি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ভেজাল ও রাসায়নিকযুক্ত খাদ্যসামগ্রী বিক্রয় প্রতিরোধে সিটি কর্পোরেশন অভিযান পরিচালনা করেছে। পানি ও ফলমূল পরীক্ষার জন্যও ল্যাবরেটরি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বাগবাড়িতে অবস্থিত সিটি কর্পোরেশনের পশু জবাইখানা স্থানান্তর করে আধুনিক স্বাস্থ্যসম্মত পশু জবাইখানা নির্মাণের লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব তহবিল থেকে ৮ কোটি টাকায় ঘাসিটুলায় এক একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে জেলা প্রশাসন কর্পোরেশনকে জমি হস্তান্তর করায় আমরা এখন কাজ শুরু করতে পারবো। শিক্ষা ক্ষেত্রে সিলেটের ঐতিহ্য নিয়ে আমরা গর্ববোধ করলেও বর্তমান অবস্থার সাথে তার কোন সঙ্গতি নেই। তাই শিক্ষার মান উন্নয়নে আমরা একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এ কমিটি শিক্ষাঙ্গনের সমস্যা চিহ্নিত করবে ও তা সমাধানে পরামর্শ দেবে। সে অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এ ছাড়া প্রতি বছর রমজান মাসে পবিত্র কুরআন শিক্ষার জন্য সিটি কর্পোরেশন বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনকে আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা দান করে। এবার আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে কেবল রমজান মাসে নয়, বছরব্যাপীই মসজিদ ভিত্তিক কুরআন শিক্ষা কার্যক্রম চলমান থাকবে।

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

বর্তমান যুগ হলো তথ্য প্রযুক্তির যুগ। যুগের সাথে তাল মিলাতে আমরা সাইবার ভিলেজ স্থাপনের উদ্যোগ নিতে যাচ্ছি। এ বিষয়ে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সভাপতির সাথে ফলপ্রসু আলোচনার ভিত্তিতে তারা নির্দিষ্ট একটি জায়গা চেয়েছেন। আমরা জায়গা দিলেই তারা কাজ শুরু করবেন। সাইবার ভিলেজ স্থাপিত হলে নগরবাসী তথ্য প্রযুক্তির সকল আধুনিক সেবা সুলভে পেতে পারবেন।

একই লক্ষ্যে সিলেট সিটি কর্পোরেশনে একটি ডিজিটাল তথ্য সেবা কেন্দ্র স্থাপন এবং প্রতিটি ওয়ার্ডে তথ্য প্রযুক্তি সেবা প্রদান শুরু করব। আমরা আরও সিদ্ধান্ত নিয়েছি সিলেট সিটির তরুন প্রজন্মের জন্য নগরে অন্তত ১০টি স্থানে ফ্রি পাবলিক ওয়াই ফাই জোন স্থাপন করব। আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নতুন আঙ্গিকে একটি ওয়েবসাইট করা হয়েছে। আমরা চাই, অনলাইনের মাধ্যমে সব সার্ভিস নগরবাসীকে দিতে। সেজন্য এই ওয়েবসাইটে এই সকল বিষয় সংযোজনের প্রক্রিয়াও গ্রহন করা হয়েছে।

নগরীর ঐতিহাসিক স্থাপনা ও নিদর্শন সংরক্ষণের বিষয়েও আমরা আগ্রহী। ১৯১৯ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শহরতলীর মাছিমপুরে যে মনীপুরী পল্লী পরিদর্শন করেছিলেন সেখানে কবির স্মৃতি সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি। এছাড়া সিলেট নগরীতে যে সব দীঘিসমূহ সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে তার অন্যতম ধোপাদীঘিকে সংস্কার করে আমরা চারদিকে ওয়াকওয়ে নির্মাণ করতে চাই। এ লক্ষ্যে ভারতীয় সরকার ধোপাদিঘীকে সংস্কার করে সৌন্দর্য্যবর্ধন করাসহ তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন প্রকল্পে প্রায় ২৫ কোটি অনুদান প্রদানের সিদ্ধান্ত জানিয়েছে। এই জন্য আমরা তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

দু'টি পাতা একটি কুঁড়ির দেশ সিলেটের মূল নগরীর সৌন্দর্য রক্ষা ও বর্ধন করা আমাদেরই দায়িত্ব। সিলেটের সঙ্গে যুক্তরাজ্যের দীর্ঘকালীন যোগাযোগের প্রেক্ষাপটে অনেকেই সুরমা পাড়ের নগরীকে টেমস্ নদীর তীরবর্তী লন্ডন নগরীর মত ছিমছাম নগরী রূপে সাজানোর স্বপ্ন দেখেন। আমরাও বিশ্বাস করি যে কাজটি সম্ভব। সে বিশ্বাসে আমরা কাজও শুরু করেছি। ১৯৩৬ সালে স্থাপিত ঐতিহ্যবাহী ক্বীন ব্রীজকে নান্দনিক সাজে সাজানো হয়েছে। আগে সংলগ্ন নদী তীরে বেশ কিছু কাজ হয়েছিল। এবার গ্রামীণ ফোন কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে এবং সড়ক ও জনপথ বিভাগের সমর্থনে ব্রীজে এলইডি লাইট লাগানো হয়েছে। আমি এজন্য গ্রামীণ ফোন এবং সড়ক ও জনপথ কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই। নগরীর সৌন্দর্য বর্ধনে আমরা ভবিষ্যতে আরো কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করবো।

সিলেট সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্ন কর্মীদের এপ্রোণ প্রদান করায় মেডিনোভা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। একইভাবে সিলেটের উন্নয়ন কর্মকান্ডে প্রাথমিক বরাদ্দ হিসেবে ইউনাইটেড এয়ারওয়েজ ১০ লাখ টাকা এবং ফুলকলি ১০ লাখ টাকা প্রদান করায় তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সৌন্দর্যবর্ধন কাজে আরও অনেক প্রতিষ্ঠান সিটি কর্পোরেশনের আমন্ত্রনে কাজ শুরু করেছেন তাদের প্রতিও আমাদের কৃতজ্ঞতা। যেসব প্রতিষ্টান সিটি কর্পোরেশনের সৌন্দর্যবর্ধনমূলক কর্মকান্ডে আর্থিক অনুদান বা নিজ উদ্যোগে প্রকল্প বাস্তবায়নে আগ্রহী তাদেরকেও আমরা স্বাগত জানাই।

সিলেট নগরীতে নতুন আঙ্গিকে পবিত্র আবেগ ও দেশাত্মবোধের ধারক শহীদ মিনার নির্মাণের কাজ চলছে। আমরা শহীদ মিনারের বিপরীতে সরকারী মহিলা কলেজের দেয়ালে নান্দনিক কারুকাজের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। শহীদ মিনার সংলগ্ন স্থান যাতে দৃষ্টিনন্দন হয় সে জন্য আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে এ বছর টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ ক্রিকেট এর কয়েকটি ম্যাচ সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবার প্রেক্ষাপটে নগরীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে তোরণ নির্মাণ করা হয়। আলোকসজ্জা, ফেস্টুন, ব্যানার ও রাস্তায় আল্পনা নগরীকে সে সময় এক মনোহর আবহ দান করেছিল। এসব কাজে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের জন্য আমি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানাই। নগরীর সৌন্দর্য বর্ধন কল্পে আমরা নগর বিশেষজ্ঞদের মতামত ও সাহায্য নিয়ে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করবো। এর পাশাপাশি নগরীতে জানমালের নিরাপত্তা প্রদান এবং চুরি, ছিনতাই ও সন্ত্রাস প্রতিরোধের জন্য পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে চৌহাট্টা থেকে জিন্দাবাজার পর্যন্ত ১২ টি স্থানে সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। পর্যায়ক্রমে পুরো নগরীতে এ কার্যক্রম সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। এ লক্ষ্যে সিলেট মেট্রোপলিটান পুলিশ কর্তৃপক্ষ তাদের ক্যাম্পাসে মনিটরিং কেন্দ্র নির্মাণে সিটি কর্পোরেশনকে জমি প্রদান করেছেন। এ জমিতে মনিটরিং কেন্দ্রের জন্য ভবন নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেওয়া হচ্ছে।

সুধীবৃন্দ,

আপনারা জানেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সাস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য এবং দেশে বিদেশে ছড়িয়ে থাকা প্রবাসীদের কল্যাণে সিলেট নগরীর একটি বিশেষ ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছে। অনেক বিদেশি বিশিষ্টজন সিলেট সফরে এসে সিটি কর্পোরেশন ভবন পরিদর্শন করেন। এবারও বৃটিশ হাই কমিশনার মিস্টার রবার্ট গিবসন, জার্মানীর চার্জ দ্য এফেয়ার্স ড. ফার্দিনান্দ ভন ভায়া, কানাডিয়ান হাইকমিশনার মিসেস Heather Cruden, বৃটিশ ডেপুটি হাই কমিশনার নিক লো, ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনার মিস্টার সোমনাথ হালদার সিলেট সফরকালীন সিটি কর্পোরেশন পরিদর্শনে আসেন। আমরা তাদের স্বাগত জানাই, সৌজন্য বৈঠকে মিলিত হই। একইভাবে জাপান, ফিলিস্তিন, ব্রিটিশ কাউন্সিল এবং চীনের গুয়ানজু নগরীর প্রতিনিধি দল সিলেট সিটি কর্পোরেশন পরিদর্শন করেন। তাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আমাদের মতবিনিময় হয়। ঐতিহ্যবাহী সিলেট নগরীর সঙ্গে বিদেশের সংযোগ সম্পর্ক স্থাপনে আপনাদের প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালনে আমার যেসব সহকর্মী কাউন্সিলর ও বিশিষ্ট নাগরিকদেরকে সাথে পেয়েছি তাদের সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

সম্মানিত সাংবাদিকবৃন্দ,

আপনাদের জানেন সিলেট প্রবাসী অধ্যুষিত এলাকা। প্রবাসীরা যাতে সিলেট সিটি কর্পোরেশন থেকে যথাযথ ও দ্রুত সেবা পেতে পারেন সেই ব্যাপারে আমরা বদ্ধ পরিকর। প্রবাসীদের কিভাবে সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নে কাজে লাগানো সেই লক্ষ্যেও আমরা পরিকল্পনা গ্রহন করেছি। আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে, বিশ্বের অন্য সিটি গুলোর সাথে টুইনলিংক স্থাপনেরও প্রচেষ্টা গ্রহন করেছি। এরই অংশ হিসেবে কার্ডিফ সিটি কাউন্সিলের সাথে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের পার্টনারশিপ প্রোগ্রাম অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। এই পার্টনারশিপের আওতায় কার্ডিফ সিটি কাউন্সিল সিলেটের ৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে সম্মত হয়েছে। এছাড়াও

আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ট্রাফিক ব্যবস্থাসহ অন্যান্য সেক্টরের আধুনিকায়নেও তারা সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে। চলতি বছরের অক্টোবরে তাদের সিলেট সফরের প্রাথমিক তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। সিলেট সিটি কর্পোরেশনকেও এই পার্টনারশিপের আওতায় কার্ডিফ সিটি সফরের জন্য তারা আমন্ত্রন জানিয়েছে। আমরা আশাবাদী এই পার্টনারশিপের মাধ্যমে সিলেট সিটি কর্পোরেশন অনেক উপকৃত হবে। প্রবাসীদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যাতে খুব তাড়াতাড়ি রিফুয়েলিং স্টেশন স্থাপন করা হয় সেজন্য আমি সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহবান জানাচ্ছি। একই সাথে সিলেট থেকে যাতে সরাসরি হজ্ব ফ্লাইট চালু করা হয় সেজন্যও আমি সংশ্লিষ্টদের আশু পদক্ষেপ গ্রহনের আহবান জানাচ্ছি।

বন্ধুগণ,

এত দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের কর্মকান্ড তুলে ধরতে গিয়ে আশা করি আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইনি। যদি ঘটে থাকে আশা করি সেটিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। এ প্রসঙ্গে আরেকটি সিদ্ধান্তের বিষয়ে আপনাদের জানাতে চাই। নাগরিক সেবা প্রাপ্তি তরান্বিত ও সহজতর করার লক্ষ্যে আমরা সিটি কর্পোরেশনের কাজ বিকেন্দ্রীকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ১৮৭৮ সালে মাত্র পৌনে দুই কিলোমিটার আয়তন ও ১০ হাজার নাগরিক সহযোগে যে সিলেট পৌরসভার যাত্রা শুরু হয়েছিল সময়ের পরিক্রমায় আজ তা সিটি কর্পোরেশনে রূপ নিয়ে ২৭ টি ওয়ার্ডে বিভক্ত হয়ে প্রায় ১০ লক্ষ জনসংখ্যাসহ ২৬.৫ বর্গ কিলোমিটার আয়তনে বিস্তৃত। এ অবস্থায় নাগরিক সেবা প্রদান তরান্বিত করতে আমরা সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ডভিত্তিক আঞ্চলিক অফিস চালুর পরিকল্পনা নিয়েছি।

আমাদের অনেক স্বপ্ন আছে, সাধ আছে; সাধ্য ততটা নেই। তাই সরকারী সহযোগিতা ও নগরবাসী কর প্রদানে ব্যাপক সাড়া দিলে উন্নয়ন কাজ ত্বরান্বিত করা সহজ এবং আরও গতিশীল হবে। আমরা কৃতজ্ঞ ও আনন্দিত যে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সক্রিয় সহযোগিতা পেয়েছি। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের ইতিবাচক আশ্বাসও আমরা পাচ্ছি। সাথে সাথে আমরা সিটি কর্পোরেশনের আয় নিশ্চিত করতেও সচেষ্ট হয়েছি। আপনারা জানেন যে দীর্ঘদিন নানা খাতে সিটি কর্পোরেশনের পাওনা বকেয়া পড়ে ছিল, বিশেষ করে হোল্ডিং ট্যাক্সই প্রায় ৫৪ কোটি টাকার মত বকেয়া ছিল। আমার দায়িত্ব গ্রহণের পর সম্মানিত নাগরিকবৃন্দ এক্ষেত্রে নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। কোন প্রকার আইনগত পদক্ষেপ নিতে হয়নি। পূর্ববর্তী বছরে যেখানে এক্ষেত্রে আয় ছিল ১ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা, বিদায়ী বছরে আমাদের ৮/৯ মাসে এক্ষেত্রে আদায় হয়েছে প্রায় ৬ কোটি টাকা। নাগরিক সুচেতনায় নগরবাসী বকেয়া প্রদানে যেভাবে এগিয়ে এসেছেন তা আমাদের জন্য প্রেরণাদায়ক। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই এবং নগর কর্তৃপক্ষের সকল পাওনা পরিশোধে সকলের সুদৃষ্টি কামনা করি। আমরা বিশ্বাস করি এই সুদৃষ্টি নগরবাসীর রয়েছে। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ বিগত নয় মাসে আমাদের আয় বেড়েছে এবং ব্যয় কমেছে। নিচে বিগত ২০১২-২০১৩ এবং ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের আয়ের একটি তুলনামূলক বিবরণী উপস্থাপন করা হলো:

সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ২০১২-২০১৩ ও ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের আয়ের বিবরণী

আয়ের খাত	২০১২-২০১৩ (জুলাই/১২-জুন/১৩	২০১৩-২০১৪		
		জুলাই/১৩-সেপ্টেম্বর/ ১৩	অক্টোবর/১৩-জুন/১৪	মোট
কর				
ক) গৃহ ও ভূমির উপর কর	১,১০,৯৩,৩৭৪.০০	৫৯,১৩,৩৭৯.০০	৪,২৭,৭৪,৮৭৭.০০	৪,৮৬,৮৮,২৫৬.০০
খ) স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর কর	৩,০৪,১৭,২৪৬.০০	১,২০,১০,৯৪৮.০০	৫,০৬,৪৫,৮১৭.০০	৬,২৬,৫৬,৭৬৫.০০
গ) ইমারত নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণের উপর কর	১,৩৭,০২,৪৫০.০০	২৯,৫৪,৫০০.০০	৮৬,৪৯,৬৩৪.০০	১,১৬,০৪,১৩৪.০০
ঘ) হাট বাজার ইজারা বাবদ আয়	৩৪,০১,৯৭৬.০০	৪,৮০০.০০	১৯,৮৫,০০০.০০	১৯,৮৯,৮০০.০০
ঙ) আন্তঃজেলা বাসটার্মিনাল ইজারা বাবদ আয়	৪৫,৯৮,৪৫০.০০	১১,৯০,১২৪.০০	৩৬,৩৬,৫৯০.০০	৪৮,২৬,৭১৪.০০
চ) জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ও দত্তকের উপর কর	২,২৩,৮৩৫.০০	৪০,৭৫৫.০০	৩,১৩,৩৪৫.০০	৩,৫৪,১০০.০০
ছ) গোদারা ঘাট ও ইজারা বাবদ আয়	১২,৪০,৭৮৫.০০	১,৫৭,৩২০.০০	৫,৩৮,৪৬৫.০০	৬,৯৫,৭৮৫.০০
জ) পেশা, ব্যবসা ও কলিং এর উপর কর	১,০৭,৮০,২৫০.০০	৯২,০৫,৮৩৯.০০	৭০,২৬,৭১০.০০	১,৬২,৩২,৫৪৯.০০
ঝ) যান্ত্রিক যানবাহন ব্যতিত অন্যান্য যানবাহন কর	১৩,৫২,১৩৭.০০	৪,১৬,৬৮৫.০০	২৫,৯৭,৪৯৫.০০	৩০,১৪,১৮০.০০
ঞ) সিনেমা কর	৪৯,৪৩০.০০	৭২,০৬৬.০০	১,৩৪,৮১২.০০	২,০৬,৮৭৮.০০
ট) বিজ্ঞাপনের উপর কর	২২,২৮,২৭২.০০	১,৭৮,০৬২.০০	২৮,৭৫,০৩৪.০০	৩০,৫৩,০৯৬.০০
ঠ) শৌচাগার ইজারা বাবদ আয়	২,১৩,০০০.০০	০.০০	৪,৮৩,৬০০.০০	৪,৮৩,৬০০.০০
ড) বর্জ্য অপসারণের উপর কর	০.০০	০.০০	১২,৬৪,১০০.০০	১২,৬৪,১০০.০০
ঢ) বাগবাড়ী আবাসিক প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণ খাতে আয়	৭৪,৬৪৯.০০	৬০০.০০	৪০,৫০৬.০০	৪১,১০৬.০০
মোট =	**৭,৯৩,৭৫,৮৫৪.০০**	**৩,২১,৪৫,০৭৮.০০**	**১২,২৯,৬৫,৯৮৫.০০**	**১৫,৫১,১১,০৬৩.০০**
রেইট				
ক) কনজারভেন্সী রেইট/ কর	১,১০,৯৩,৩৭৪.০০	৫৯,১৩,৩৭৯.০০	৪,২৭,৭৪,৮৭৭.০০	৪,৮৬,৮৮,২৫৬.০০
খ) লাইটিং রেইট/ আলো কর	৫১,৩২,৭৭৬.০০	২৫,৫০,৬৪৩.০০	১,৭৬,৩৬,৯৫৩.০০	২,০১,৮৭,৫৯৬.০০
মোট =	**১,৬২,২৬,১৫০.০০**	**৮৪,৬৪,০২২.০০**	**৬,০৪,১১,৮৩০.০০**	**৬,৮৮,৭৫,৮৫২.০০**
ফি				
ক) লাইসেন্স ফি	৭,৭১,৪৫৩.০০	৫,২৪,০১০.০০	৬,৬৯,৫২৮.০০	১১,৯৩,৫৩৮.০০
খ) পশু জবাই ফি	৫,৫০,৪৭৫.০০	২,১৫,৯৪০.০০	৭,৩০,৪৭৩.০০	৯,৪৬,৪১৩.০০
গ) স্বল্প মূল্যে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ফি	২৬০.০০	০.০০	১,০০০.০০	১,০০০.০০
ঘ) নাম পরিবর্তন ফি	৮,৬৪,৩৮০.০০	৩,৮৫,০৭৫.০০	৮,৯০,৫৯২.০০	১২,৭৫,৬৬৭.০০
ঙ) ঠিকাদারী লাইসেন্স ফি ও নবায়ন ফি	১৫,৩৪,০০০.০০	১৩,৬৫,০০০.০০	১৬,৯২,০৬০.০০	৩০,৫৭,০৬০.০০
চ) অন্যান্য ফি	০.০০	০.০০	২,৯৪,০০০.০০	২,৯৪,০০০.০০
মোট =	**৩৭,২০,৫৬৮.০০**	**২৪,৯০,০২৫.০০**	**৪২,৭৭,৬৫৩.০০**	**৬৭,৬৭,৬৭৮.০০**

আয়ের খাত	২০১২-২০১৩ (জুলাই/১২-জুন/১৩	২০১৩-২০১৪		
		জুলাই/১৩-সেপ্টেম্বর/ ১৩	অক্টোবর/১৩-জুন/১৪	মোট
অন্যান্য আয়				
ক) রোড রোলার ও মিকচার মেশিন ভাড়া	৩,৫৮,০০০.০০	৬০,০০০.০০	৪,৬১,৮০৫.০০	৫,২১,৮০৫.০০
খ) পৌর সম্পত্তি ভাড়া	৩২,৪৫,৫০৪.০০	৮,৪৪,৬১১.০০	৩৮,৫৬,৬০৯.০০	৪৭,০১,২২০.০০
গ) পৌর সম্পত্তি লিজ ও নবায়ন বাবদ আয়	১৪,৫৭,৫০০.০০	৩,৮৫,০৭৫.০০	৮,৫৬,৫২৫.০০	১২,৪১,৬০০.০০
ঘ) টিএন্ডটি/পিডিবি ও গ্যাস সরবরাহের রাস্তা কাটার ফি	১৫,৫৪,০৯০.০০	২,৯৯,২০৩.০০	১৪,১২,০০৮.০০	১৭,১১,২১১.০০
ঙ) বিভিন্ন সার্টিফিকেট থেকে আয়	৫,০০০.০০	৩,২০০.০০	৬,৩৯০.০০	৯,৫৯০.০০
চ) বিভিন্ন ফরম বিক্রি থেকে আয়	৩০০.০০	০.০০	২,৪০০.০০	২,৪০০.০০
ছ) টেন্ডার সিডিউল বিক্রয়	৩,০৮,৩৮,০২৪.০০	১,০৬,০৪,৯০০.০০	১,৯৬,১৯,৩৩৪.০০	৩,০২,২৪,২৩৪.০০
জ) ক্রোকী পরওয়ানা/জরিমানা	৪,৮৬,৫৯৩.০০	৩,৯৪,৯৪৭.০০	১৬,৬০,১৪৭.০০	২০,৫৫,০৯৪.০০
ঝ) ব্যাংকে জমাকৃত অর্থের মুনাফা	২৩,৮১,২৫৭.০০	০.০০	২৫,৩৮,০০০.০০	২৫,৩৮,০০০.০০

ঞ) ইপিআই কর্মসূচী খাতে প্রাপ্ত অর্থ	৩,৮৯,৩৫৪.০০	৬০,৬৬০.০০	৫১,০৭,৩৬৩.০০	৫১,৬৮,০২৩.০০
ট) বেবীস্ট্যান্ড থেকে আয়	০.০০	০.০০	১,৪৬,২৪০.০০	১,৪৬,২৪০.০০
ঠ) আরবান প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত আয়	০.০০	০.০০	১০,০০,০০০.০০	১০,০০,০০০.০০
ড) ব্যক্তি/সংস্থার কাছ থেকে প্রাপ্ত অনুদান	৩,০০,০০০.০০	০.০০	৩৬,০০,০০০.০০	৩৬,০০,০০০.০০
ঢ) অন্যান্য আয় (অব্যয়িত টাকা জমাসহ)	৫,১১,৬০০.০০	১,০৪,৪৫৫.০০	৩,৩০,৬০০.০০	৪,৩৫,০৫৫.০০
মোট =	**৪,১৫,২৭,২২২.০০**	**১,২৭,৫৭,০৫১.০০**	**৪,০৫,৯৭,৪২১.০০**	**৫,৩৩,৫৪,৪৭২.০০**
রাজস্ব খাতে সরকারী অনুদান প্রাপ্তি				
ক) নগর শুল্কের পরিবর্তে ক্ষতিপূরণ মঞ্জুরী	৭০,০০,০০০.০০	১৭,৫০,০০০.০০	৫২,৫০,০০০.০০	৭০,০০,০০০.০০
মোট =	**৭০,০০,০০০.০০**	**১৭,৫০,০০০.০০**	**৫২,৫০,০০০.০০**	**৭০,০০,০০০.০০**
পানি সরবরাহ কেন্দ্রের আয়				
ক) পানি কর	৫১,৩২,৭৭৬.০০	২৫,৫০,৬৪৩.০০	১,৭৬,৩৬,৯৫৩.০০	২,০১,৮৭,৫৯৬.০০
খ) পানির লাইনের মাসিক চার্জ	৮২,৯৮,৭০৪.০০	১৮,৫৮,৩৮০.০০	১,২৫,৩৬,৬৯৮.০০	১,৪৩,৯৫,০৭৮.০০
গ) পানির সংযোগ ও পুনঃ সংযোগ ফি	১০,৬২,১০৫.০০	৬,২৫,৯৫০.০০	২২,৯০,৩৯৫.০০	২৯,১৬,৩৪৫.০০
ঘ) নলকূপ স্থাপন ও নবায়ন ফি	৮,৩৪,৩৭৫.০০	২,৭৬,০০০.০০	১৯,৪৩,৫০০.০০	২২,১৯,৫০০.০০
ঙ) পানির লাইনের রাস্তা কাটা বাবদ আয়	৩,২০,৭৬৩.০০	৮২,০৪০.০০	৫,৫০,৬৮০.০০	৬,৩২,৭২০.০০
চ) অন্যান্য আয়	১,৭৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট =	**১,৫৬,৫০,৪৭৩.০০**	**৫৩,৯৩,০১৩.০০**	**৩,৪৯,৫৮,২২৬.০০**	**৪,০৩,৫১,২৩৯.০০**
মোট রাজস্ব আয় =	**১৬,৩৫,০০,২৬৭.০০**	**৬,২৯,৯৯,১৮৯.০০**	**২৬,৮৪,৬১,১১৫.০০**	**৩৩,১৪,৬০,৩০৪.০০**

সুপ্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

নগরীর সামগ্রিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও নাগরিক সেবার মান উন্নয়নে আমরা দর্শনীয় উদাহরণ রাখতে চাই। বলাই বাহুল্য এ ক্ষেত্রে আর্থিক সামর্থের প্রশ্নটিও জড়িয়ে আছে। সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব আয়ের খাত নির্ধারিত। তাই প্রদেয় কর ও বিল নিয়মমাফিক যথাসময়ে পরিশোধ না করলে সেবা প্রাপ্তি ব্যহত হতে পারে। এ বিষয়ে নগরবাসীর সচেতনতা ও সহযোগিতার উপর আস্থা রেখে আমরা বাজেট প্রস্তুত করেছি। এবার বাজেটে নতুন কোন কর আরোপ করা হয়নি। এর পূর্বে গত ৯ জুন আমরা বিভিন্ন পেশাজীবি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট নাগরিকদের সাথে প্রাক বাজেট আলোচনা বৈঠকে মিলিত হই এবং তাদের মতামত ও পরামর্শ শুনি। এ বৈঠকে অংশগ্রহণ ও সুচিন্তিত পরামর্শ প্রদানের জন্য আমি তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। গত বছরের উন্নয়ন কার্যক্রমে কাউন্সিলরবৃন্দের আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছি। তাঁদেরকেও ধন্যবাদ। এ বছরের বাজেট তৈরীতে অর্থ ও সংস্থাপন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি এডভোকেট সালেহ আহমদ চৌধুরী, সদস্য সৈয়দ তৌফিকুল হাদী, জনাব আব্দুল মুহিত জাবেদ, বেগম কোহিনুর ইয়াছমিন ঝর্ণা, জনাব তাকবির ইসলাম পিন্টু এবং হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা জনাব আ. ন. ম. মনছুফ যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। তাদের সবাইকে ধন্যবাদ। সকলের সদিচ্ছা ও প্রচেষ্টায় আমাদের আগামী দিনগুলো আরো সুন্দর হোক, উন্নয়ন অগ্রগতির স্বপ্ন বাস্তবায়িত হোক- এই প্রত্যাশায় মহান আল্লাহতালার রহমত প্রার্থনা করে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের বাজেট ঘোষণা করছি।

সিলেট নগরীর সম্মানিত নাগরিকবৃন্দকে অধিকতর সুযোগ সুবিধা ও সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে এবার সর্বমোট ৩১২,৫৪,২৬০০০/- (তিনশত বারো কোটি চুয়ান্ন লক্ষ ছাব্বিশ হাজার) টাকা আয় ও সমপরিমাণ টাকা ব্যয় ধরে বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। বাজেটে উল্লেখযোগ্য আয়ের খাতগুলো হলো হোল্ডিং

ট্যাক্স ৩২,৫০,০০০০০/- (বত্রিশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা, স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর কর ৬,০০০০০০০/- (ছয় কোটি) টাকা, ইমারত নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণের উপর কর ৩,০০০০০০০/- (তিন কোটি) টাকা, পেশা ও ব্যবসার উপর কর ৩,৫০,০০০০০/- (তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা, বিভিন্ন মার্কেটের দোকান গ্রহীতার নাম পরিবর্তনের ফি ও নবায়ন ফি ২০,০০০০০/- (বিশ লক্ষ) টাকা, বাস টার্মিনাল ইজারা বাবদ আয় ১,০০০০০০০/- (এক কোটি) টাকা, ফেরীঘাট ইজারা বাবদ আয় ৩০,০০০০০/- (ত্রিশ লক্ষ) টাকা, সিটি সম্পত্তি ভাড়া ৮০,০০০০০/- (আশি লক্ষ) টাকা, অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক রাস্তা কাটার ক্ষতিপূরণ বাবদ আয় ১,০০০০০০০/- (এক কোটি) টাকা, দরপত্র সিডিউল বিক্রি বাবদ আয় ৫,০০০০০০০/- (পাঁচ কোটি) টাকা, পানীয় জলের মাসিক চার্জ ১,৫০,০০০০০/- (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা, সংযোগ ও পুনঃসংযোগ ফি ৭০,০০০০০/- (সত্তর লক্ষ) টাকা এবং নলকূপ স্থাপনের অনুমোদন ও নবায়ন ফি ২০,০০০০০/- (বিশ লক্ষ) টাকা। সম্মানিত নগরবাসী নিয়মিত হোল্ডিং ট্যাক্সসহ অন্যান্য বকেয়া পাওনাসমূহ পরিশোধ করলে বাজেট বছরে সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব খাতে সর্বমোট ৬৬, ১৩,০০০০০/- (ছেষট্টি কোটি তেরো লক্ষ) টাকা আয় হবে বলে আশা করছি।

সরকারি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) খাতে ১০,০০০০০০/- (দশ কোটি) টাকা, সরকারি বিশেষ মঞ্জুরী খাতে ১০,০০০০০০/- (দশ কোটি) টাকা, অন্যান্য প্রকল্প মঞ্জুরী বাবদ ১,০০০০০০০/- (এক কোটি) টাকা, নগরীতে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প খাতে ১,০০০০০০০/- (এক কোটি) টাকা, সিটি কর্পোরেশনের অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প খাতে ৪০,০০০০০০০/- (চল্লিশ কোটি) টাকা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প ২,০০০০০০০/- (দুই কোটি) টাকা, সিটি কর্পোরেশনের অনুন্নত এলাকার রাস্তা, ড্রেন, কালভার্ট ও রিটেনিং ওয়াল নির্মাণ প্রকল্প খাতে ৩০,০০০০০০০/- (ত্রিশ কোটি) টাকা, প্রাইমারি ড্রেনেজ, নগর ভবন নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ প্রকল্প খাতে ১০,০০০০০০/- (দশ কোটি) টাকা, দক্ষিণ সুরমায় ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প খাতে ১০,০০০০০০/- (দশ কোটি) টাকা, বিভিন্ন ছড়া খনন ও প্রতিবন্ধকতা অপসারণ প্রকল্প খাতে ৪,০০০০০০০/- (চার কোটি) টাকা, নগরীর জলাবদ্ধতা হ্রাসকরণ প্রকল্প খাতে ৫,০০০০০০০/- (পাঁচ কোটি) টাকা, বিভিন্ন উন্নয়ন কাজে জমি অধিগ্রহণ খাতে ২০,০০০০০০/- (বিশ কোটি) টাকা, উৎপাদক নলকূপ স্থাপন খাতে ৫,০০০০০০০/- (পাঁচ কোটি) টাকা, পানির পাইপ লাইন স্থাপন প্রকল্প খাতে ২,০০০০০০০/- (দুই কোটি) টাকা, ২৭ টি ওয়ার্ডে কাউন্সিলরগণের স্থায়ী অফিস স্থাপন প্রকল্প খাতে ৫,০০০০০০০/- (পাঁচ কোটি) টাকা, সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব ফিলিং স্টেশন স্থাপন প্রকল্প খাতে ৩,০০০০০০০/- (তিন কোটি) টাকা, দক্ষিণ সুরমা পার্কে রাইড স্থাপন প্রকল্প খাতে ৩,০০০০০০০/- (তিন কোটি) টাকা, ইউ পি ই এইচ সি ডি প্রকল্প খাতে ১,০০০০০০০/- (এক কোটি) টাকা, ইউএনডিপির অর্থায়নে সিডিএমপি ফেইজ-২ এর আওতায় ঝুঁকি হ্রাসকরণ প্রকল্প খাতে ৪,০০০০০০০/- (চার কোটি) টাকা, নগরীর অবকাঠামোগত উন্নয়ন তথা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার নির্মাণ, ডিভাইডার, ফুটব্রীজ, রেলিং স্থাপন ও সৌন্দর্য বর্ধন প্রকল্প খাতে ৭,১৫,০০০০০/- (সাত কোটি পনেরো লক্ষ) টাকা, সিটি কর্পোরেশনের বিদ্যমান খাল ও ছড়ার উভয় পার্শ্বে আরসিসি ওয়াল নির্মাণ খাতে ৫,০০০০০০০/- (পাঁচ কোটি) টাকা, নগরীতে স্যুয়ারেজ সিস্টেম নির্মাণ প্রকল্প খাতে ৩,০০০০০০০/- (তিন কোটি) টাকা, হযরত গাজী বুরহানউদ্দীন (রঃ) এর মাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প খাতে ১০,০০০০০০/- (দশ কোটি) টাকা, বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ভূমিকম্প সহনীয় নগরী গড়া প্রকল্প খাতে ১,০০০০০০০/- (এক কোটি) টাকা, মিউনিসিপ্যাল গভার্নেন্স এন্ড সার্ভিসেস প্রকল্প খাতে ১৫,০০০০০০/- (পনের কোটি) টাকা, সিটি

কর্পোরেশনের নিজস্ব বৈদ্যুতিক প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প খাতে ১০,০০০০০০/- (দশ কোটি) টাকা, সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প খাতে ১,০০০০০০০/- (এক কোটি) টাকা, নগরীর বস্তিসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প খাতে ১০,০০০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা এবং সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব খাতে মার্কেট নির্মাণ বাবদ প্রাপ্ত সালামী ও আবাসিক প্রকল্পের নির্মাণ ব্যয় গ্রহণ খাতে মোট ১০,০০০০০০/- (দশ কোটি) টাকা ধরা হয়েছে।

বাজেটে রাজস্ব খাতে সর্বমোট ৩৬,১৩,০০০০০/- (ছত্রিশ কোটি তের লক্ষ) টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। তন্মধ্যে সাধারণ সংস্থাপন খাতে ১৬,৪৬,০০০০০/- (ষোল কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ) টাকা, শিক্ষা ব্যয় ৭৭,০০০০০/- (সাতাত্তর লক্ষ) টাকা, স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী ব্যয় ৬,৭৭,০০০০০/- (ছয় কোটি সাতাত্তর লক্ষ) টাকা, দ্বিতীয় আরবান হেলথ কেয়ার প্রকল্প ৪,০০০০০/- (চার লক্ষ) টাকা, সার্বজনীন জন্ম নিবন্ধন কর্মসূচী ৫,০০০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা, বৃক্ষরোপন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় ১৫,০০০০০/- (পনের লক্ষ) টাকা, নিরাপত্তা সংক্রান্ত/ সিকিউরিটি পুলিশিং, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান, জাতীয় দিবস উদযাপন, খেলাধুলা ও সংস্কৃতি, রাস্তা আলোকিতকরণ সহ অন্যান্য আনুসঙ্গিক ক্ষেত্রে মোট ৪,৬৮,৫০,০০০/- (চার কোটি আটষট্টি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এছাড়া পানি সরবরাহ শাখার সংস্থাপন ব্যয়সহ পানির লাইনের সংযোগ ব্যয়, পাম্প হাউজ মেরামত ও সংস্কার, উৎপাদক নলকূপ মেরামত ও সংস্কারসহ সর্বমোট ৬, ৯৪,৫০,০০০/- (ছয় কোটি চুরানব্বই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

বাজেটে রাজস্ব খাতে অবকাঠামো উন্নয়ন ব্যয় বাবদ মোট ৪৬, ৫০,০০০০০/- (ছেচল্লিশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তন্মধ্যে রাস্তা নির্মাণ, রাস্তা মেরামত ও সংস্কার, ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার, ড্রেন নির্মাণ ও মেরামত, সরঞ্জাম যন্ত্রপাতি ও সম্পদ ক্রয়, সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ ও সংস্কার, ঢাকায় সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব ফ্ল্যাট ক্রয়, কসাইখানা নির্মাণ/ ময়লা আবর্জনা ফেলার জায়গা উন্নয়ন, বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, মাজার, কবরস্থান/শ্মশানঘাট/ঈদগাহ উন্নয়ন, সিটি কর্পোরেশনের যানবাহন রক্ষায় গ্যারেজ নির্মাণ, সিটি কর্পোরেশনের যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণে ওয়ার্কশপ নির্মাণ, নগরীতে ট্রাফিক সিগনালিং প্রকল্প, নাগরিক নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় সিসি ক্যামেরা স্থাপন, ভোলানন্দ নৈশ বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণ প্রকল্প, চারাদিঘীর পাড় স্কুল, বাগবাড়ী সিটি বর্ণমালা প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, ধোপাদিঘীরপাড় এলাকায় একটি মসজিদ নির্মাণ প্রকল্প ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া সরকারি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) খাতে ব্যয় ১০,০০০০০০/- (দশ কোটি) টাকা, সরকারি বিশেষ মঞ্জুরী খাতে ব্যয় ১০,০০০০০০/- (দশ কোটি) টাকা, অন্যান্য প্রকল্প মঞ্জুরী বাবদ ব্যয় ১,০০০০০০০/- (এক কোটি) টাকা, সরকারি/ বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের অধীন নগরীতে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প খাতে ১,০০০০০০০/- (এক কোটি) টাকা, সিটি কর্পোরেশনের অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প খাতে ৪০,০০০০০০০/- (চল্লিশ কোটি) টাকা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প ২,০০০০০০০/- (দুই কোটি) টাকা, সিটি কর্পোরেশনের অনুন্নত এলাকার রাস্তা, ড্রেন, কালভার্ট ও রিটেনিং ওয়াল নির্মাণ প্রকল্প খাতে ৩০,০০০০০০০/- (ত্রিশ কোটি) টাকা, প্রাইমারি ড্রেনেজ, নগর ভবন নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ প্রকল্প খাতে ১০,০০০০০০/- (দশ কোটি) টাকা, দক্ষিণ সুরমায় ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প খাতে ব্যয় ১০,০০০০০০/- (দশ কোটি) টাকা, বিভিন্ন ছড়া খনন ও প্রতিবন্ধকতা অপসারণ প্রকল্প খাতে ৪,০০০০০০০/- (চার কোটি) টাকা, নগরীর জলাবদ্ধতা

হ্রাসকরণ প্রকল্প খাতে ৫,০০০০০০০/- (পাঁচ কোটি) টাকা, বিভিন্ন উন্নয়ন কাজে জমি অধিগ্রহণ খাতে ২০,০০০০০০/- (বিশ কোটি) টাকা, উৎপাদক নলকূপ স্থাপন খাতে ৫,০০০০০০০/- (পাঁচ কোটি) টাকা, পানির পাইপ লাইন স্থাপন প্রকল্প খাতে ২,০০০০০০০/- (দুই কোটি) টাকা, ২৭ টি ওয়ার্ডে কাউন্সিলরগণের স্থায়ী অফিস স্থাপন প্রকল্প খাতে ৫,০০০০০০০/- (পাঁচ কোটি) টাকা, সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব ফিলিং স্টেশন স্থাপন প্রকল্প খাতে ৩,০০০০০০০/- (তিন কোটি) টাকা, দক্ষিণ সুরমা পার্কে রাইড স্থাপন প্রকল্প খাতে ৩,০০০০০০০/- (তিন কোটি) টাকা, ইউ পি ই এইচ সি ডি প্রকল্প খাতে ১,০০০০০০০/- (এক কোটি) টাকা, ইউএনডিপির অর্থায়নে সিডিএমপি ফেইজ-২ এর আওতায় ঝুঁকি হ্রাসকরণ প্রকল্প খাতে ৪,০০০০০০০/- (চার কোটি) টাকা, নগরীর অবকাঠামোগত উন্নয়ন তথা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার নির্মাণ, ডিভাইডার, ফুটব্রীজ, রেলিং স্থাপন ও সৌন্দর্য বর্ধন প্রকল্প খাতে ৭,১৫,০০০০০/- (সাত কোটি পনের লক্ষ) টাকা, সিটি কর্পোরেশনের বিদ্যমান খাল ও ছড়ার উভয় পার্শ্বে আরসিসি ওয়াল নির্মাণ খাতে ৫,০০০০০০০/- (পাঁচ কোটি) টাকা, নগরীতে স্যুয়ারেজ সিস্টেম নির্মাণ প্রকল্প খাতে ৩,০০০০০০০/- (তিন কোটি) টাকা, হযরত গাজী বুরহানউদ্দীন (রাঃ) এর মাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প খাতে ১০,০০০০০০/- (দশ কোটি) টাকা, বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ভূমিকম্প সহনীয় নগরী গড়া প্রকল্প খাতে ১,০০০০০০০/- (এক কোটি) টাকা, মিউনিসিপ্যাল গভার্নেন্স এন্ড সার্ভিসেস প্রকল্প খাতে ১৫,০০০০০০/- (পনের কোটি) টাকা, সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব বৈদ্যুতিক প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প খাতে ১০,০০০০০০/- (দশ কোটি) টাকা, সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব সৌর বিদ্যুৎ স্থাপন প্রকল্প খাতে ১,০০০০০০০/- (এক কোটি) টাকা, নগরীর বস্তিসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প খাতে ১০,০০০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা এবং সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব খাতে মার্কেট নির্মাণ ও আবাসিক প্রকল্পের নির্মাণ ব্যয় বাবদ মোট ১০,০০০০০০/- (দশ কোটি) টাকা ধরা হয়েছে।

সম্মানিত সুধী ও সাংবাদিকবৃন্দ,

এতক্ষণ আপনাদের সামনে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের বাজেট পেশ করলাম। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমাদের যেমন সমস্যা আছে, তেমনি সম্ভাবনাও আছে। মেয়র হিসাবে আমার ও অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের আন্তরিকতার অভাব নেই। সিলেটের উন্নয়নে দলমত নির্বিশেষে আমরা সবাই একমত। মেয়র হিসাবে আমি আমার কাউন্সিলরবৃন্দকে সাথে নিয়ে দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে নগরবাসীকে সেবা দেয়ার চেষ্টা করছি। সিলেটের রাজনৈতিক সহিষ্ণুতার সুনাম আছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিও এখানে প্রশংসনীয়। আছে অলি আউলিয়াদের আধ্যাত্মিক প্রেরণাও। সব মিলিয়ে সুন্দর এক সম্প্রীতির আবহে সবাই মিলে সিলেট নগরীর উন্নয়ন কার্যক্রমে নতুন মাত্রা যোগ করতে পারবো ইনশাআল্লাহ। আসুন, আমরা দলমত নির্বিশেষে ঐতিহ্যবাহী এ নগরীর উন্নয়নে নতুন যুগের সূচনা করি। প্রিয় সাংবাদিক বন্ধু ও সুধীজন, ধৈর্য্য ধরে এতক্ষণ আপনারা আমার বক্তব্য শুনেছেন, আপনাদের মূল্যবান সময় দিয়েছেন। এ জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

আল্লাহ হাফেজ।

আরিফুল হক চৌধুরী
মেয়র
সিলেট সিটি কর্পোরেশন